ভোরের কাগজ

তারিখ 24 NOV 1997
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

জগন্নাথ কলেজের বেহাত হওয়া ১০টি ছাত্রাবাস

৪টিতে থাকে পুলিশ, ৬টি এলাকাবাসীর দখলে

তরুণ সরকার ঃ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ১০টি ছাত্রাবাসে বর্তমানে ছাত্ররা থাকে না। ৪টিতে থাকে পুলিশ। বাকি ৬টি স্থানীয় বাসিন্দারা দখলকরে ভেঙে সেখানে নতুন ভবন তৈরি করেছে। কোনোটির জায়গা জাল দলিল করে বিক্রির চেষ্টা করা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে একথা জানা যায়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বেদখল হয়ে যাওয়া সম্পত্তি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত সেপ্টেম্বর মাসে তিতুমীর কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোঃ আবদুল হাফিজকে একমাত্র সদস্য করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। গত ১৫ অক্টোবর কমিটি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়।

রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পুরোনো ঢাকার বিভিন্ন রোডে অবস্থিত ১০টি ছাত্রাবাসের ছাত্রদের সঙ্গে '৮৪ সালে স্থানীয় অধিবাসীদের এক সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে স্থানীয় অধিবাসীরা ১০টি ছাত্রাবাস থেকে ছাত্রদের বের করে দিয়ে দখল করে নেয়। একই বছর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসকল ছাত্রাবাসের দায়িত্ব গ্রহণ করায় ছাত্রাবাসগুলো ঐ মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলে যায়। বর্তমানে ৪টি ছাত্রাবাসে সপরিবারে পুলিশের লোক বসবাস করছে। বাকি ৬টি ছাত্রাবাস স্থানীয় অধিবাসীরা দখল করে ভেঙে সেখানে নতুন ভবন তৈরি করেছে। এর মধ্যে ১৬, যদুনাথ বসাক লেনের ফজলুর রহমান ছাত্রাবাসটির জায়গার জাল দলিল করে একটি চক্র জায়গাটি বিক্রি করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে রিপোর্ট থেকে জানা যায়। ফজলুর রহমান ছাত্রবাসের জায়গাটি কলেজের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল।

রিপোর্ট অনুযায়ী ১০টি ছাত্রাবাসের অধিকাংশই ছিল অর্পিত সম্পত্তি। স্বাধীনতার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ এ সকল ভূমি লিজ নিয়ে ছাত্রাবাস তৈরি করেছিল।

রিপোর্টে এসব বেদখলকৃত সম্পত্তি কলেজের কাছে হস্তান্তর করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, এসব স্থানে ছাত্রাবাস, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ফ্ল্যাট তৈরি করলে কলেজের আবাসিকসমস্যার অনেকটা সমাধান হয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপিকা ড. হামিদা বানুর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।